কাদম্বরী

শুকনাসোপদেশ

অধ্যাপক উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ডক্টর অনিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সংস্কৃত বুক ডিপো
২৮/১, বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৬

বাণভট্টের জীবনকথা

সংস্কৃত-সাহিত্যের কবিরা প্রায়ই আত্মপরিচয় বিমুখ হলেও বাণভট্ট এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। তাঁর জীবনকথা বিষয়ে ইতিহাসনিষ্ঠ অনেক তথ্যই তিনি উত্তরকালের পাঠকদের হাতে তুলে দিয়েছেন। কাদম্বরীর ভূমিকার কয়েকটি শ্লোকে যেমন কবির আত্মপরিচয়ের কিছু বার্তা পাওয়া যায়, তেমনি হর্ষচরিতের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়পরিচ্ছেদের প্রথমাংশে কবি নিজের কথা বলেছেন। লোককথা থেকেও তাঁর সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এইসব তথ্যের উপর ভিত্তি করে বাণের জীবনকথা রচনা করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে পড়ে। বাণের স্বকথিত জীবনকথা হর্ষচরিতে যতটা পাওয়া যায় তা হয়তো অনেকক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য, কিন্তু কাদম্বরীর ভূমিকায় যা আছে তা অনেকাংশে অতিরঞ্জন ও পুরাণাশ্রয়ী হওয়ায় সেই কথা কতটা নির্ভরযোগ্য এই সন্দেহ থেকেই যায়। লোকস্মৃতি অনুসারে গ্রথিত তাঁর দাম্পত্য জীবন-কথাটিও হয়তো নির্ভরযোগ্য নয়। তবুও এইসব উপাদানের মধ্যে দিয়েই কবিকে বুঝে নেওয়া ছাড়া এই দীর্ঘকাল পরে অন্য কোন উপায় হয়তো নেই।

কান্যকুব্জের অন্তর্গত হিরণ্যবাহু বা শোন নদীর তীরে প্রীতিকূট নামক জনপদে মহাকবি বাণের জন্ম হয়। স্থানটি বর্তমানে শাহাবাদ (আরা) জেলার অন্তর্গত। হর্ষচরিতের কবি পরিচয়টি কাদম্বরীর[১] তুলনায় বিস্তৃত। বাৎস্যায়ন গোত্রের বেদজ্ঞ

---

(১) বভুব বাত্সায়নবংশসম্ভবো দ্বিজো জগদ্গতগুণোহগ্রণীঃ সত্যম্। অনেকগুপ্তার্চিত পাদপঙ্কজঃ কুবেরনামাংশ ইব স্বয়ম্ভুবঃ।। উবাস যস্য শ্রুতিশান্তকল্মষে সদা পুরোডাশপবিত্রিতাধরে। সরস্বতী সোমকষায়িতোদরে সমস্তশাস্ত্রস্মৃতিবন্ধুরে মুখে। জগুর্গৃহেহভ্যস্তসমস্তবাঙ্ময়ৈঃ সসারিকৈঃ পঞ্জরবর্ত্তিভিঃ শুকৈঃ। নিগৃহ্যমাণা বটবঃ পদে পদে যজূংষি সামানি চ যস্য শঙ্কিতা।। হিরণ্যগর্ভো ভুবনান্তকাদিব ক্ষপাকর ক্ষীরমহার্দবাদিব অভূত্ সুপর্ণো বিনতোদরাদিব দ্বিজন্মনামর্থপতিঃ পতিস্ততঃ। বিবৃণ্বতো যস্য বিসারি বাঙ্ময়ং দিনে দিনে শিষ্যগণা নবা নবাঃ। উষস্সুলগ্নাঃ শ্রবণেহধিকাং শ্রিয়ং প্রচক্রিরে চন্দনপল্লবা ইব।। বিধানসম্পাদিতদানশোভিতৈঃ স্ফুরন্মহাবীরসনাথমূর্ত্তিভিঃ। মখৈরসংখ্যৈরজয়া সুরালয়ং সুখেন যো যূপকরৈর্গজৈরিব।। স চিত্রভানুং তনয়ং মহাত্মনাং সুতোত্তমানাং শ্রুতিশাস্ত্রশালিনাম্।

ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মান। পৌরাণিক ধারার[১] মতই ব্রহ্মার থেকে তাঁর বংশধারা দেখান হয়েছে। ব্রহ্মার থেকে পুলহ, তাঁর থেকে বাত্স্য এবং তাঁর থেকে কুবের জন্মগ্রহণ করেন। কুবেরের চারটি পুত্রের মধ্যে পশুপতি অন্যতম। তাঁর পুত্র অর্থপতি।

অর্থপতির এগারটি পুত্রের অন্যতম চিত্রভানু। এই চিত্রভানুর পুত্র হলেন বাণভট্ট। বাণের পুত্র হিসাবে ভূষণভট্ট বা পুলিন্দের কথা পাওয়া যায়। অনেকর মতে অবশ্য ভূষণ তাঁর জামাতা।

কবির মাতার নাম ছিল রাজদেবী। বাল্যকালেই কবি মাতৃহীন হন এবং চৌদ্দ বছর বয়সে পিতৃহীন হবার পর অভিভাবকের অভাবে বন্ধুদের সঙ্গে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণে বহির্গত হন। সেইসব বন্ধুদের বিস্তৃত পরিচয় হর্ষচরিতে নিবদ্ধ আছে।[২] এইসব বন্ধুদের মধ্যে ডাক্তার, চোর, লেখক, বংশীবাদক, কথক, মন্ত্রসাধক, নাট্যকার, নর্ত্তক প্রভৃতি নানা বিদ্যায় পারদর্শীরা ছিল। এদের সঙ্গের ফলে জীবনের

অবাপ মধ্যে স্ফটিকোপলা মলং ক্রমেণ কৈলাসমিব ক্ষমাতৃতাম্। মহাত্মনো যস্য সুদূর নির্গতাঃ কলঙ্কমুক্তেন্দুকলামলত্বিষঃ। দ্বিষন্মনঃ প্রাবিবিশুঃ কৃতন্তরা গুণা নৃসিংহস্য নখাঙ্কুশা ইব।। দিশামলীকালকভঙ্গতাং গতস্ত্রয়ীবধূকর্ণতমালপল্লবঃ। চকার যস্যাধ্বরধূমসঞ্চয়ো মলীমসঃ শুক্লতরং নিজযশঃ।। সরস্বতীপাণি সরোজসম্পুট মৃষ্টহোমশ্রমশীকরাস্তসঃ। যশো শুশুক্লীকৃতসপ্তবিষ্টপাত্ততঃ সুতো বাণ ইতি ব্যজায়ত।। (কাদম্বরী-১০-১৯)

(১) পুরাণের বংশ কথন অংশে ব্রহ্মার থেকেই বংশধারা দেখাবার রীতি লক্ষিত হয়। বিভিন্ন পুরাণের রাজবংশ তালিকায় বংশক্রমের সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এখানেও সেভাবেই রূপরেখা টানা হয়েছে। প্রতিটি পুরুষের কথা না বলে গোত্র প্রবর্তকদের কথা উল্লেখ করেই আদি খ্যাত পুরুষ কুবেরের পরিচয়ে নেমে এসেছেন কবি।

(২) এইসব বন্ধুদের নামগুলি নিম্নপ্রকার—অভবংশ্চাস্য বয়সা সমানাঃ সুহৃদঃ সহায়াশ্চ। তথা চ ভ্রাতরৌ পারশরৌ চন্দ্রসেনমাতৃষেণৌ, ভাষাকবিঃ ঈশানঃ পরং মিত্রম্ প্রণয়িণৌ রুদ্রনারায়ণৌ, বিদ্বাংসৌ বারবাণবাসবাণৌ, বর্ণকবি বেণীভারতঃ, প্রাকৃতকৃত্ কুলপুত্রো বায়ুবিকারঃ, বন্দিনৌ অনঙ্গবাণ-সূচীবাণৌ, কাত্যায়নিকা চক্রবাকিকা, জাঙ্গুলিকো ময়ূরকঃ, তাম্বুলদায়কঃ চণ্ডকঃ, ভিষক্পুত্রো মন্দারকঃ, লেখকো গোবিন্দকঃ, চিত্রকৃদ্ বীরবর্মা, পুস্তককৃৎ কুমারদত্তঃ, মার্দঙ্গিকো জীমূতঃ, গায়নৌ সেমিল-গ্রহাদিত্তৌ, সৈরন্ধ্রী কুরঙ্গিকা, বাংশিকৌ মধুকর-পারাবতৌ গন্ধর্বোপাধ্যায়ো দর্দূরকঃ, সংবাহিকা কেরলিকা, লাসকযুবা তাণ্ডবিকঃ,

নানাপ্রকার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন কবি, যা তাঁর পরবর্তী লেখক জীবনে তাঁকে বিশেষ সহায়তা করেছিল।[৩]

পরিব্রাজক জীবনের পূর্বে কবি পিতৃগৃহেই বেদাদিশাস্ত্রের চর্চা করেছিলেন তা কাদম্বরীর উদ্ধৃত অংশে পাওয়া যায়। হর্ষচরিতে আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে হর্ষের সভায় তিনি বলেছেন— 'ব্রাহ্মণোঽস্মি জাতঃ সোমপায়িনাং বংশে বাৎস্যায়নানাম্, যথাকালমুপনয়নাদয়ঃ কৃতাঃ সংস্কারাঃ। সম্যক্ পঠিতো সাঙ্গোবেদঃ, শ্রুতানি যথাশক্তি শাস্ত্রাণি'।

উদ্‌ভ্রান্ত জীবন অতিবাহিত করে অবশেষে শ্রান্ত পথিকের মতই কবি আবার স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন অসংযত জীবনচর্চার জন্য চারদিকে বাণের অপবাদ প্রসারিত হলেও পাণ্ডিত্যের ও ভূয়োদর্শনের খ্যাতি চারদিকে ব্যাপ্ত হয়েছিল। বন্ধুদের কাছ থেকেও তিনি বহু বিদ্যার অধ্যয়ন করেছিলেন। থানেশ্বর রাজসভায় একদা আলোচিত হল তাঁর কথা। মহারাজ তাঁর ভ্রাতা কৃষ্ণদেবের মাধ্যমে মেখলক নামক পত্রলেখককে দিয়ে পত্ররচনা করিয়ে[১] সেই পত্র বাণকে পাঠালেন। সম্ভবতঃ কৃষ্ণদেবই বাণকে সভায় আনয়নের ব্যাপারে মধ্যস্থতা করেছেন। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে রাজদূত হাজির হল বাণের কাছে। বাণের জ্ঞাতিভ্রাতা চন্দ্রসেন তাকে বাণের কাছে সমুপস্থাপিত করেছিলেন।

আক্ষিকঃ আখণ্ডলঃ, কিতবঃ ভীমকঃ, শৈলালিযুবা শিখণ্ডকঃ, নর্ত্তকী হরিণিকা, পারাশরী সুমতিঃ, ক্ষপণকো বীরদেবঃ, কথকো জয়সেনঃ, শৈবো বক্রঘোণঃ, মন্ত্রসাধকঃ করালঃ অসুরবিবরব্যসনী লোহিতাক্ষঃ, ধাতুবাদবিদ্ বিহঙ্গমঃ, দাদুরিকো দামোদরঃ, ঐন্দ্রজালিকঃ চকরাক্ষঃ, মস্করী তাম্রচূড়ঃ।

(৩) সেই স্বৈরাচারী জীবনের কথা বলতে গিয়ে হর্ষচরিতে কবি লিখেছেন—"গতে চ বিরলতাং শোকে শনৈঃ অবিনয়নিদানতয়া স্বাতন্ত্র্যস্য, কুতুহলকালতয়া চ বালভাবস্য, ধৈর্যপ্রতিপক্ষতয়া চ যৌবনারম্ভস্য শৈশবোচিতানি অনেকানি চপলানি আচরন্নিতরো বভুব। —দেশান্তরলোকনকৌতুকাক্ষিপ্তহৃদয়ঃ সৎস্বপি পিতৃপিতামহোপাত্তেষু ব্রাহ্মণজনোচিতেষু বিভবেসু সতি চাবিচ্ছিন্নে বিদ্যা'প্রসঙ্গে গৃহাৎ নিরগাৎ। অগাচ্চ নিরবগ্রহো গ্রহবানিব নবযৌবনেন স্বৈরিণা মনসা মহতামুপহাস্যতাম্।

(১) কৃষ্ণের বার্তাটি ছিল—আপনি দূরে থাকলেও আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ বস্তুর মতই দৃশ্যমান। নিষ্ফলা গাছের মত আপনি আত্মীয়দের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন; এটা ভাল লাগছে